যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি

আগামীকালের মধ্যে জেলা-উপজেলা থেকে সেনা প্রত্যাহার, ইউপি নির্বাচনে সেনা মোতায়েন নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রায় তিন মাস সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত যৌথ অভিযানে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সকল কর্মকাণ্ডকে দায়মুক্ত করা হয়েছে (ইনডেমনিটি)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩' জারি করেছেন। এর ফলে যৌথ অভিযানকালে সংঘটিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে কোনো আদালতে কোনো মামলা বা কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।

একই সঙ্গে সেনাবাহিনীকে শনিবার অপরাহ্নের মধ্যে জেলা ও উপজেলা থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট সব বাহিনীকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে দুপুরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে এ অধ্যাদেশ অনুমোদন এবং যৌথ অভিযানে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর ভূমিকা পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়।

যৌথ অভিযানে সন্ত্রাস হ্রাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যত উন্নতি হলেও সে সময় সেনাদের হাতে গ্রেপ্তারের পর ৪৩ ব্যক্তির মৃত্যু, অনেকের ওপর নির্যাতন ও আইনের সীমার অতিরিক্ত সময় আটক রাখা প্রভৃতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে।

জারি করা অধ্যাদেশে গত ১৬ অক্টোবর ২০০২ থেকে গতকাল ৯ জানুয়ারি ২০০৩ কার্যদিবস পর্যন্ত ৮৬ দিন যৌথ অভিযানে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যের কর্মকাণ্ডকে দায়মুক্ত করা হয়।

গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নামে পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ অভিযানে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সদস্যদের আগামীকাল শনিবার ১১ জানুয়ারি অপরাহ্নের মধ্যে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, ছয়টি বিভাগীয় সদরে এক কোম্পানি করে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকবে। তারা সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করবে। একই আদেশে নৌবাহিনীকে তাদের কাজের পুনর্বিন্যাস করতে বলা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে চলতি জানুয়ারি-মার্চ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় কেউ কেউ বলেন, এর আগে কখনো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সেনা মোতায়েন করা হয়নি। তা ছাড়া দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও যথেষ্ট ভালো। তাই নির্বাচনের সময় সেনা মোতায়েনের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কোনো স্পর্শকাতর এলাকায় প্রয়োজন হলে সরকার সেনা মোতায়েন করবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন্ত্রিসভার সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাদেশে যা আছে : গতকাল রাতে জারি করা অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ১৬ অক্টোবর দেওয়া আদেশ এবং পরবর্তী সময়ে দেওয়া সকল আদেশ বাস্তবায়নে যৌথ অভিযানে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তাদের দায়িত্ব বিবেচনায় দেওয়া আদেশ, আটক, গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদসহ সকল প্রকার কাজ ও গৃহীত ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করা হলো। প্রচলিত আইন ও আদেশসমূহে যা-ই থাকুক এ দায়মুক্তি কার্যকর হবে। অধ্যাদেশে বলা হয়, এই সময়ে যৌথ অভিযানে কোনো আদেশ বা কাজের দ্বারা কারো প্রাণহানি ঘটলে, কারো জানমালের কোনো ক্ষতি হলে, কারো অধিকার ক্ষুণ্ন হলে, কেউ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কেউ শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কেউ অন্য কোনোভাবে সংক্ষুব্ধ হলে তার জন্য আদেশ

প্রদানকারী বা কার্যনির্বাহী বা শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করা যাবে না বা কোনো আদালতে কোনো প্রকার আইনগত কার্যধারা চলবে না। এ সম্পর্কে কোনো আদালতের কাছে কোনো অভিযোগ বা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোনো মামলা হলে বা কোনো রায় বা আদেশ বা সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে বাতিল, অকার্যকর হবে বা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় দায়মুক্তি : বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় দায়মুক্তি বা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। এর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দায়মুক্ত করে সে বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর সে অধ্যাদেশটি এমনভাবে বাতিল করা হয়, যেন তা কখনো জারিই করা হয়নি। গতকাল রাতে জারি করা 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩'টিকে সংসদের আগামী অধিবেশনেই আইনে পরিণত করা হবে।

এক নজরে অপারেশন ক্লিন হার্ট : গত ১৬ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' শিরোনামের এ সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ অভিযানে গতকাল পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী, ৮ হাজারের বেশি তালিকাবহির্ভূত এবং বাকিরা সন্দেহভাজন। সেনাসূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ২ হাজারের বেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৩০ হাজার রাউন্ডেরও বেশি গুলি উদ্ধার করা হয়। যৌথ অভিযানে মোট ২৬ হাজার শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে ২৪ হাজার ২৩ সেনাসদস্য, ৩২৯ নৌসেনা, ৯৪৬ বিডিআর এবং ৬৭৮ জন আনসার সদস্য রয়েছেন। এছাড়া পুলিশ সদস্যরা যৌথ বাহিনীকে সহায়তা করেছেন।

আইনমন্ত্রীর ব্রিফিং : আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ, ২০০৩'কে সংবিধানসম্মত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংবলিত ৪৬ অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী এ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী গতকাল রাতে সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। তিনি জানান, এ অধ্যাদেশ জারি হলেও যৌথ অভিযান চলবে। তবে তার পরিধি ও প্রক্রিয়া পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ যৌথ অভিযানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের রেখে যাওয়া বিধ্বস্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ শুরু করে। আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য সরকার বেশ কিছু প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তিনি বলেন, সরকার আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর। অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলার প্রেক্ষাপটে পুলিশের সীমাবদ্ধতার কারণে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, জনগণের নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আইনমন্ত্রী বলেন, সরকার জনস্বার্থে ১৬ অক্টোবর, ২০০২ আদেশবলে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীসহ বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ অধ্যাদেশ জারির ফলে দেশের কোনো দেওয়ানি-ফৌজদারি আদালত ও হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে যৌথ বাহিনীর কোনো সদস্যের কাজ, আদেশ-নির্দেশ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ বা মামলা করা যাবে না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সন্ত্রাসী কালা ফারুকসহ সকল প্রাণহানির ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ বলবৎ হবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, 'কেন এ অধ্যাদেশ জারি করা হলো তা বিস্তারিতভাবে আমি সংসদে বলব। সংসদের এ অধ্যাদেশ বিল আকারে আনা হবে।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, অধ্যাদেশের উল্লিখিত কার্যদিবসে যৌথ বাহিনী কর্তৃক আটকাদেশের বিষয়গুলো আদালত বিবেচনা করবেন।

****

Filename: Document1
Directory:
Template: C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Abusayed Ziauddin
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/9/03 10:22 PM
Change Number: 1
Last Saved On:
Last Saved By:
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 1/9/03 10:22 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 846 (approx.)
Number of Characters: 4,825 (approx.)